Contents

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১০১)ঃ সূরা জুম'আয় আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ জুম'আর দিন যখন তোমাদেরকে ছালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে আগ্রহ সহকারে এসো এবং বেচাকেনা বন্ধ কর'। এখন প্রশ্ন হ'ল যদি খুৎবার সময় আযান দেওয়া হয়, তাহ'লে মুছল্লীরা কখন আসবে? এ আয়াতের তাৎপর্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান সরকার

দেবীদ্বার, কুমিল্লা

উত্তরঃ সূরা জুম'আর এ আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সে আযান যে খুৎবার আযান তা ধ্রুব সত্য, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ এই আয়াত যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি এক আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে খলীফা আবু বকর এবং খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) ও এক আযান দিতেন। কাজেই কেউ যদি এই আয়াতের অর্থ প্রচলিত ডাক আযান বুঝেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল হবে। কেননা সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে এবং ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে ইমাম মিম্বরে বসলে একটি আযান দেওয়া হ'ত। অতঃপর ওছমানের (রাঃ) যুগে মদীনার লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে মদীনা থেকে কিছু দূরে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযান বাড়িয়ে দেন।- *বুখারী, মিশকাত ১২৩ পৃঃ।* সাথে সাথে এটাও বুঝে নেয়া ভুল হবে যে, সেই কালে মুছল্লীগণ আযান না শুনে মসজিদে আসতেন না বরং আযানের বহু পূর্ব হ'তেই তাঁরা মসজিদে আসা শুরু করতেন, যার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনে ফেরেস্তাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যান এবং মসজিদে প্রথম সময়ে আগমনকারীদের নাম লিখেন। অতঃপর প্রথম সময়ে যে ব্যক্তি মসজিদে আসে, সেই ব্যক্তির ছওয়াব ঐ ব্যক্তির মত হয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় উট দান করে। তারপর দ্বিতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি গরু দান করার, তৃতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি দুম্বা, ৪র্থ সময়ে আসা ব্যক্তি মুরগী এবং ৫ম সময়ে আসা ব্যক্তি যেন আল্লাহ্র রাস্তায় ডিম দান করল। অতঃপর ইমাম যখন মিম্বরে উঠার জন্য বের হন, তখন তাদের খাতা-পত্র গুটিয়ে ফেলেন এবং খুৎবা শুনতে লাগেন। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ।* এতে বুঝা যায় যে, হাদীছে মুছল্লীদেরকে আযানের পূর্বে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ খুৎবার আযান শুরু হলে ফেরেস্তারা নেকী লিখার খাতা-পত্র বন্ধ করে দেন।

উল্লেখিত আলোচনার স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সেটা খুৎবার আযান এবং একটি মাত্র আযান যা সকল মুছল্লীর জন্য নয়। মূলতঃ ব্যবসায়ীদেরকে ঐ সময় ব্যবসা ছেড়ে ছালাতের দিকে আসার জন্য আদেশ করা হয়েছে। অথবা আয়াতে মসজিদের নিকটবর্তীদের বুঝানো হয়েছে, যারা আযান শুনতে পান। দূরবর্তীগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন। *-কুরতুবী ১৭-১৮ খণ্ড ৬৮ পৃঃ; ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৯১ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২/১০২)ঃ গাছের প্রথম ফল অনেকেই জুম'আর দিন মসজিদে নিয়ে আসে দান করার জন্য কিংবা অনেকে গরীব দুস্থদের দান করে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সঠিক ফায়ছালা দিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ

রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ গাছের নতুন ফল মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে বরকতের দো'আ নেওয়ার জন্য পরহেযগার ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। ছাহাবীগণ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যেতেন। তখন তিনি আল্লাহ্র দেওয়া নতুন নে'মতের জন্য দো'আ করে দিতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষ যখন প্রথম ফল দেখতো তখন সে ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের ফলে বরকত দিন! আমাদের শহরে বরকত দিন! আমাদের ছা-এর পরিমাপে বরকত দিন! আমাদের মুদ-এর পরিমাপে বরকত দিন! হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, দোস্ত ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। নিশ্চয় তিনি মক্কার জন্য দো'আ করেছেন, আর আমি মদীনার জন্য দো'আ করছি তাঁর মক্কার জন্য দো'আ করার মত। অতঃপর তিনি উপস্থিত একটা ছোট বালককে ডাকতেন এবং সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন'। *-মুসলিম-মিশকাত ২৩৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/১০৩)ঃ বর্তমান যুগে ছেলেদের মুসলমানী দেওয়ার সময় গরু খাসী যবহ করে দাওয়াত দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু

http://islaminonesite.wordpress.com

সঠিক? কুরআনও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুযাফফার বিন মুহসিন

বাউসা হেদায়াতী পাড়া

রাজশাহী

উত্তরঃ খাৎনা দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও শারঈ বিধান তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। হাদীছে একে ফিৎরাতে ইসলামের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। *-বুখারী 'গোফ কর্তন' অধ্যায় হাদীছ নং ৫৮৮৯।* অতএব অন্যান্য শারঈ বিধানের মতই এ বিধানটিকে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে পালন করা আবশ্যক। নচেৎ সুন্নাত আমলটিও গোনাহের কাজে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) ও ছাহাবা কেরামের যুগের খাৎনা ব্যতীত অতিরিক্ত অন্য কিছু করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খাৎনা করার কার্য সম্পাদন করাই কেবল খালেছ সুন্নাত। এর অধিক কোন কিছু করা বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা (প্রকৃত) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।*

(প্রশ্ন ৪/১০৪)ঃ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত কি? যেমন আমাদের এলাকায় ঈদগাহ মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

-হোসনে আরা আফরোয

গ্রাম ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া

উত্তরঃ মহানবী (ছাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা উত্তোলন করলেও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেননি। ফলে বিশেষ কোন যরূরী অবস্থা ব্যতীত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত নয়। যদি ধর্মীয় রীতি হিসাবে না করে, তবুও অপ্রয়োজনে তা ঠিক নয়। কেননা এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অপ্রয়োজনীয় কার্য কলাপের সাথে মিশ্রিত করা হবে এবং সেটিও শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, (সেই মু'মিনগণ সফলকাম) যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত থাকে *(সূরা মু'মিনূন আয়াত ৩)।*

প্রশ্ন (৫/১০৫)ঃ প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে হিন্দুদের বৈশাখী পূজার মেলায় যাওয়া যাবে কি এবং সেই মেলার আয়ের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বা তন দেওয়া যাবে কি?

-মাহফূয

বিরামপুর জোয়াল কামড়া

দিনাজপুর

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের জন্য বছরে দু'টি উৎসব বা ঈদ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। এই দুই উৎসব ব্যতীত ইসলামে আর কোন জাতীয় উৎসব নেই। সেই উৎসবের নামকরণ যেমনই হোক না কেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনে উৎসব পালন করতাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের উৎসবকে উত্তম উৎসবে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা'। *-আবু দাউদ 'ছালাতুল ঈদাইন' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১।*

আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী (ছাঃ) উক্ত দুই দিনে অন্যান্য যাবতীয় উৎসব নিষেধ করেছেন (ঐ হাশিয়া)। মাযহার বলেন, নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজানসহ কাফিরদের যাবতীয় উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছ তার দলীল। হাফেয ইবুন হাজার বলেন, মুশরিকদের যাবতীয় উৎসবে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর বলেন যে, এ সব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে একটি ডিমও উপঢৌকন দেবে, সে শিরক করবে। কাযী আবুল হাসান হানাফী বলেন, এই দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ মেলা থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয় সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণ ভাবেও যদি এই মেলা থেকে কোন কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিনে কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও অবাঞ্ছিত। *-মির'আত 'ছালাতুল ঈদাইন' ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪৪-৪৫।*

অনুরূপভাবে ছাবিত বিন যুহাক হ'তে বর্ণিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) জাহেলী যুগের কোন এক কালে মূর্তিপূজার স্থানে কিংবা তাদের উৎসব স্থানে মানতকৃত জন্তু যবেহ করতে নিষেধ করেন। *-আবু দাউদ ২ খণ্ড পৃঃ ৪৬৯।*

অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রকারেরই কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা বিধিসম্মত নয়। এছাড়া আল্লাহ্র পবিত্র বাণী 'তোমরা তাকওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা কর, গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করোনা' সে নির্দেশ তো রয়েছেই। উল্লেখ্য যে, ঐ সকল উৎসবে যে গোনাহের কাজ সমূহ হয়ে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ফলে তাদের মেলায় যাওয়া কিংবা সেই মেলার আয়ের টাকা গ্রহণ করা কোনটাই বিধিসম্মত নয়। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বেতন হিসাবে সে টাকা ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৬/১০৬)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আহমদী কাদিয়ানীরা কি? এ সম্প্রদায়ের জন্ম কোথা থেকে এবং এদের শেষ পরিণতি কি? ইমাম মাহ্দী ও দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে? তারা মানুষকে কোন্ কাজের দিকে আহবান করবে?

-তাজুদ্দীন আহমাদ

মহারাজপুর, নাটোর

উত্তরঃ আহমাদী কাদিয়ানী সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহ্র অংশ নয়। কাদিয়ানী তৎপরতা নবুঅতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী তৎপরতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। এরা ইসলাম প্রচারের নামে ইসলাম ধ্বংসের কাজে লিপ্ত একটি সম্প্রদায়। ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' একবার এ সম্পর্কে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লিখেন 'কাদীয়ানী মতবাদ' মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুঅতের ভিত্তিতে নতুন একটি জাতি সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম'। *-দি ষ্টেটসম্যান ১০ই জুন ১৯৩৫ ইং।*

এ সম্প্রদায়ের জন্ম ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' শহরের জনৈক ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮)-এর মাধ্যমে। এদের পরিণতি অন্যান্য অমুসলিম জাতির মতই হওয়া স্বাভাবিক।

ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিবার হ'তে ইমাম মাহদীর জন্ম হবে। তাঁর নাম ও পিতার নাম রাসূল (ছাঃ)-এর নাম ও তাঁর পিতার নামে হবে। তিনি অন্যায়ে পরিপূর্ণ দেশকে ন্যায়ে পরিপূর্ণ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে। তার একটা চোখ হবে ট্যারা। তার দুই চোখের মাঝে কাফ, ফা, রা ك ف ر লিখা থাকবে। তার এক হাতে আগুন ও এক হাতে পানি থাকবে। যাকে সে পানি বলবে তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর যাকে আগুন বলবে তা হবে ঠান্ডা পানি। ইত্যাদি বহু নির্দশন ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।- মিশকাত 'ক্বিয়ামতের আলামত ও দাজ্জাল' অধ্যায়।

প্রশ্ন (৭/১০৭)ঃ ছালাতের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের কোন পার্থক্য আছে কি? আর ফরয ছালাতের সময় মহিলাদেরকে ইক্বামত দিতে হবে কি-না?

-সাখেরা বেগম

চাপাচিল, পীরব

শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একইরূপ শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন- (১) কোন মহিলা, মহিলাদের ইমাম হ'লে তিনি পুরুষ ইমামের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝেই দাঁড়াবেন।- দারাকুতনী হা/১৪৯২-৯৩, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ। (২) ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা মুক্তাদীগণ মুখে 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ।* (৩) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাগণ বড় চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় না করলে তার ছালাত হবে না। *-আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।* হাদীছ হাসান। তবে যদি কাপড় এমন হয় যা দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে যায়, তাহ'লে বাড়তি চাদরের দরকার নেই। *-আবু দাউদ, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।*

মহিলাদের ইক্বামত দেওয়া বিধিসম্মত। ইবনে ওমর (রাঃ) -কে একদা জিজ্ঞেস করা হল যে, মহিলাদের উপর আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্র যিক্র করতে মানা করব কি? হাফছা (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ইক্বামত দিতেন'। *-মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১ম খণ্ড ২৫৩ পৃঃ।* উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে আযান ও ইক্বামত যিকরের অন্তর্ভুক্ত, যা পালন করা বিধি সম্মত।

প্রশ্ন (৮/১০৮)ঃ সমাজে ছোট ইসতিঞ্জা ও বড় ইসতিঞ্জা কথাটি বহুল প্রচলিত। কথাটি কি শরীয়ত সম্মত? প্রস্রাব করে বাইরে এসে নাচানাচি করা হয় আর বলা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয় যে, ঢেলা না নিলে নাপাকী থেকে যায়। ব্যাপারটা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

-আবুহানীফ সিকদার

মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ

উত্তরঃ ছোট ইসতিঞ্জা বা বড় ইসতিঞ্জা বলে কোন কথা ইসলামী শরীয়তে নেই। পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে ইসতিঞ্জা বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হতাম। তিনি তা দ্বারাই ইসতিঞ্জা করতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।* রাসূল (ছাঃ) কখনও শুধু মাটি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে,) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি আমাকে বললেন, কয়েকটি কংকর চাই যা দ্বারা আমি ইসতিঞ্জা করব'। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।* তবে মাটির চেয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছেই পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একটা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাসি দেওয়া ও ওঠা বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত' মাত্র। *-এগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৯/১০৯)ঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যাবে কিনা? আমি শিক্ষিত লোককে কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়ে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা চাইতে দেখি। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অবগত করালে কৃতজ্ঞ হবো।

-এমরান আলী

কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া বা সূরা ফাতেহা পড়া কিংবা সূরা বাক্বারাহ্র শেষাংশ পড়ার প্রমাণে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই। অনেকেই কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যায় বলে বাতিল ও মিথ্যা হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন যা পরিহার করা আবশ্যক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদকা প্রদান করা, হজ্জ পালন করা ও কর্য আদায় করা যায়। কিন্তু কুরআন পড়া ও তার নেকী কবরে বখশানো শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫৮৩ পৃঃ।

প্রশ্ন (১০/১১০)ঃ আমাদের এখানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংলগ্ন একখণ্ড জমির মালিক আমরা প্রায় ১৫ জন। মসজিদ কমিটি আমার অংশটি (তিন শতাংশ) মসজিদের জন্য চাইলে আমি তা মসজিদে ওয়াক্ফ করে দেব বলে কথা দেই। আমার ছোট ভাই তার অংশে বাড়ি করার ইচ্ছায় আমার অংশটা কিনে নিতে চায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে মসজিদ কমিটি ৮/১০ জনের অংশ কিনে নিয়েছে। আমার ছোট ভাই এর প্রস্তাব যে, যে মূল্যে কিনেছে এর সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে মসজিদকে দিয়ে দিবে। এতে মসজিদ কমিটিও রাযী। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির কোন অংশই এ পর্যন্ত মসজিদে ব্যবহৃত হয়নি। এটি বর্তমানে পতিত এবং এতে ছেলেরা খেলা করে। এর সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ

বল্লা বাজার, টাংগাইল

উত্তরঃ মসজিদের নামে যে পরিমাণ জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় অথবা পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা শারঈ বিধানে আল্লাহ্র পথে ওয়াক্ফকৃত বস্তুকে বিক্রি, হেবা কিংবা ওয়ারিছ হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী, হা/২৭৬৪ পৃঃ ৩৮৭। অন্য হাদীছে রয়েছে 'দানকৃত বস্তুর মূল সম্পদ ধরে রাখ এবং তার ফল দান কর'। -ফাৎহুল বারী ৫ম খণ্ড 'দুর্বল, ফকীর এবং ধনীদের জন্য ওয়াক্ফ' অধ্যায় পৃঃ ৪০১।

প্রশ্নে উদ্ধৃত ব্যক্তি স্বীয় জমি সমজিদে ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে মসজিদ কমিটিকে কথা দিয়েছেন। কথা দেওয়ার অর্থই হ'ল ওয়াক্ফ করে দেওয়া। এক্ষণে যদি তিনি কথা পরিবর্তন করেন এবং মসজিদ কমিটিও এতে রাযী থাকেন, তবে তিনি সেটা ফেরৎ নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ্র ওয়াস্তে হেবাকৃত বস্তু ফেরৎ নেওয়া বমি করে পুনরায় তা চেটে খাওয়ার শামিল' বলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। *-নায়লুল আওত্বার ৭/১৪৬-৫০ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com